

ভরৈবী হলনে ভরৈবরে শক্তসিবরূপা

ভরৈবী = ভরৈব + ঈ (সত্রীলঙ্গ প্রত্যয়)
তনি ভয়ংকর হলও ভক্তদরে কাছে করুণাময়ী জননী

ভরৈবী কোনো রক্তপিপাসু বা ভয়ঙ্করী নয় □
তনি সেই চতৈন্য-শক্তি যনি ভতিররে ভয়, অন্ধকার ও অবদিয়া পুড়িয়ে দনে।
তাঁর সাধনা কঠনি, তবে সঠিকিভাবে হল □ জীবনরে সকল বাধা ও সংশয় ভস্মীভূত হয়
যায়।
তনি বলেন, “ভয় করো না, জাগো, তজেস্বী হও” □ এটাই ভরৈবীর বাণী।

ভরৈবী শব্দটি এসছে “ভরৈব” থেকে, যার অর্থ ভয়ংকর বা প্রলয়কারী শবিকন্তু
তনি কেবল ভয়ের প্রতীক নন,
বরং তনি ভক্তদরে ভয়মুক্তিও আধ্যাত্মকি জাগরণরে পথপ্রদর্শকি। ভরৈবী হলনে
ভরৈবরে শক্তসিবরূপা □
যনি একইসাথে সৃষ্টিকর্ত্রী, সংহারকারণী ও সর্বজ্ঞা।

ভরৈবীকে প্রায়শই দুর্গার একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে
তনি শবিরে সঙ্গে অভিন্ন শক্তি হিসেবে উল্লিখিত। কিছু কাহিনীতে ভরৈবীকে
কালীর সঙ্গেও যুক্ত করা হয়, কারণ তাঁরা উভয়েই অজ্ঞতা ও মাযার ধ্বংসকারণী।
তবে ভরৈবীর রূপে একটি মাতৃসুলভ করুণা ও স্নহেরে দিকটিও প্রকাশ পায়।

গুট. তাত্ত্বিকি ব্যাখ্যা- ভরৈবীকে বলা হয়
“জ্ঞানাগ্নিদিগ্ধকরমা” □ জ্ঞানরে অগ্নিতে যনি অজ্ঞান পুড়িয়ে দনে। তনিই
কুণ্ডলিনী শক্তি, যা মূলাধার থেকে উঠে সহস্রার পর্যন্ত চতেনা প্রসার করে। তনি
ভয়ংকর রূপে ভাস্বর, কন্তু সেই ভয় হল আত্মঘাতী অজ্ঞানরে জন্য।
তন্ত্রে বলা হয় □
“যা শক্তি ভরৈবীরূপে প্রকাশিতা সা চদ্রূপণী।”
অর্থাৎ, চতৈন্য যখন সক্রিয় হয়, তখন সে ভরৈবীরূপে প্রকাশ পায়।